দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... ১৩ AI
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাকরি বদলিযোগ্য করা প্রয়োজন

নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। জাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুশিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্রকে ফলপ্রসু করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। 'কোয়ালিটি এডুকেশন' বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় খুবই জরুরি। কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য চাই দক্ষ শিক্ষক, যুগোপযোগী শিক্ষানীতিসহ উন্নত দেশসমূহের আদলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। এ দেশে শিক্ষা সহায়ক নিয়ামকসমূহের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি হওয়ায় এগুলো স্থানীয় প্রভাব ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ– এই দ্বৈত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রভাবে এবং পরিচালিত হয় তথাকথিত রাজনীতিকদের ক্রীড়নক হিসেবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধানসমূহও যথেষ্ট পুরাতন এবং যুগোপযোগী নয়। তার ওপর কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারি দপ্তরগুলো পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পরিপূর্ণ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের খুবই অভাব বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম চাহিদা সরকারি-বেসরকারিভাবে না পেয়ে বিকল্প হিসেবে টিউশনির পথটি শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ বেছে নিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরাও শ্রেণীকক্ষের চেয়ে প্রাইভেট পড়া বা কোচিং সেন্টারমুখী হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ লক্ষণ আদৌ শুভ নয়।

১৯৬১ সালের ইপি অর্ডিনেন্স এবং ১৯৭৩ সালের রেগুলেশন ও তৎপরবর্তীকালে বোর্ড অব ইন্টারমেডিয়েট এ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর ১৯৭৭ সালের রেগুলেশনটি বাংলাদেশ গেজেটে ১৪ এপ্রিল ১৯৭৭-এ প্রকাশিত হয়। তাতে ম্যানেজিং কমিটি গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলিসহ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন বিধি-বিধান সংযোজিত আছে। বর্তমানে ঐ বিধি-বিধান যুগোপযোগী নয়। সময়ের চাহিদায় তার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যেহেতু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা) সরকারি কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন দেয়া হয়, তাই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্বও সরকারের উচিত শতভাগ নেয়া। ১৯৭৭ সালের রেগুলেশনটির দ্বারা ম্যানেজিং কমিটিকে এমন ক্ষমতা দেয়া আছে, যাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের মতো চূড়ান্ত কাজ এই কমিটি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ক্ষমতাধর ঐ কমিটি ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় দপ্তরের তোয়াক্কাও করেন না। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের পক্ষের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির মামলা-মোকদ্দমার অন্ত নেই। সম্প্রতি শিক্ষা অধিদপ্তর ঐ ধরনের মামলার ভারে ভারাক্রান্ত বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে একজন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা শিক্ষককেও নাম স্বাক্ষরে অক্ষম প্রায় একজন সভাপতির অধিন থাকতে হচ্ছে। তার স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অজ্ঞতাে নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকবৃন্দ। তাই এ অবস্থার নিরসন একান্ত অপরিহার্য আর এ জন্য যা করণীয় :

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাস পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ বদলি) অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা। ছাড়া দেশের ৮০% বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সু ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকবৃন্দের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ এ ক্ষে প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন দপ্তরসমূহের যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূ করা।

(২) বর্তমান সরকার বেসরকারি (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি বদলিযোগ্য করার চিন্তা ভাবনা করছেন বলে দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি স্কেলের মতো যাবতী সুযোগ-সুবিধা যেমন ইনক্রিমেন্ট, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎস ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) দেশের সকল বেসরকারি (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা) শিক্ষ প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আঙ্গিকে গ্রেডিং করে 'এ'-'বি'-সি- এই তি ক্যাটাগরি করে বদলির ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অর্থা বদলির ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) দেশব্যাপী বেসরকারি (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা) ছাত্রদে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে একই হা নির্ধারণ করে দেয়া।

(৫) বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা চালু পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের শতভাগ সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী বিভি পেশাজীবীসহ সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদে কঠোরভাবে অন্তত ৩ বছর অন্তর অন্তর জেলা বদলির ব্যবস্থা নিশ্চি করা।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে শিক্ষ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. রফিকুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
নূরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল